আদর্শ মুসলিম

ও তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ

ড. মুহাম্মদ আলী আল-হাশেমী

আদর্শ মুসলিম

ও তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ

বাংলা রূপান্তর
ইসমাঈল রফিক

মাকতাবাতুল হাসান

আদর্শ মুসলিম ও তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ
প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ২০১৮
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশক
মাকতাবাতুল হাসান

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ।
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

প্রচ্ছদ : হিমেল হক
বর্ণবিন্যাস : মুহিব্বুল্লাহ মামুন

ISBN : 978-984-8012-05-5

Adorsho Muslim O Tar Bektittyer Shorup
by D. Muhammad Ali Al-Hashemi
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com
Facebook/maktabahasan

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

অ র্প ণ

মুফতি নূর মোহাম্মদ সাহেব
ও
মুফতি ফারুকুজ্জামান সাহেব
স্নেহশীল উস্তাদ ও দরদি রাহবার।
তাঁদের সুদীর্ঘ নেক হায়াত কামনায়...

সূ চি প ত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের কথা	১৩

প্রথম অধ্যায়

মুসলিম হবে বন্দেগির আদর্শ নমুনা

জাগ্রত হৃদয়ের অধিকারী হবে	১৯
আল্লাহর হুকুমের অনুগত হবে	২০
দায়িত্বের প্রতি সচেতন হবে	২০
তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে	২১
অনুতপ্ত হৃদয়ের অধিকারী হবে	২২
আল্লাহর সন্তুষ্টিকামী হবে	২২
ফারায়েজ ও নাওয়াফেলের প্রতি গুরুত্বশীল হবে	২৩
নামাজের প্রতি যত্নবান হবে	২৩
জামাতের প্রতি সচেতনতা জাগিয়ে রাখবে	২৫
সুন্নাত ও নফলে অগ্রগামী হবে	২৮
নামাজে সুন্দরের প্রতিক হবে	৩০
মুসলিম হবে মালের যাকাত দানকারী	৩০
রোজাদার ও রাত্রিজাগরণকারী হবে	৩১
নফল রোজায় আগ্রহী হবে	৩৪
আল্লাহর ঘর যিয়ারতকারী হবে	৩৫
ওমরাহ পালনকারী হবে	৩৬
আল্লাহর আনুগত্যের নমুনা হবে	৩৬
বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করবে	৩৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বীয় ব্যক্তিত্ব গঠনে মুসলিম

মুসলিম ও তার দেহ

খাওয়ার ব্যাপারে সুষম পন্থা অবলম্বন করবে	৪১
নিয়মিত শরীরচর্চায় অভ্যস্ত হবে	৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবে	৪৩
স্বীয় লাবণ্য ধরে রাখার চেষ্টা করবে	৪৮

মুসলিম ও তার বিবেক

জ্ঞানার্জনকে ফরজ ও মর্যাদার চাবিকাঠি মনে করবে	৫৩
মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞানের অন্বেষণে থাকবে	৫৫
কিছু বিষয় ভালোভাবে আত্মস্থ করতে হবে	৫৭
কোনো এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করবে	৫৭
গবেষণার দুয়ার সবসময় খোলা রাখবে	৫৮
বিভিন্ন বিদেশি ভাষা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করবে	৫৮
মুসলিম ও তার আত্মা	৬০
ইবাদতের মাধ্যমে তাকে সজীব রাখবে	৬০
সৎসঙ্গ ও ঈমানী মজলিসকে একান্ত করে নেবে	৬১
বেশি বেশি দোআ-দরূদ পড়বে	৬৩

মুসলিম তার পিতামাতার সাথে

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে	৬৪
পিতামাতার মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকবে	৬৫
পিতামাতা অমুসলিম হলেও তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে	৭০
পিতামাতার অবাধ্যতা থেকে সতর্ক থাকবে	৭১
সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাতাকে অগ্রাধিকার দেবে	৭২
পিতামাতার বন্ধু-বান্ধবের সাথেও সদাচারণ করবে	৭৪
পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের পদ্ধতি	৭৬

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলিম হবে একজন আদর্শ স্বামী

বিয়ে সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি	৮০
স্ত্রী হিসেবে কেমন মেয়ে নির্বাচন করবে	৮১
দাম্পত্য জীবনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করবে	৮৩
সত্যিকারের মুসলিম হবে অনুকরণীয় আদর্শ স্বামী	৮৮
সফল স্বামী হওয়ার চেষ্টা করবে	৯৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্ত্রীর সাথে আচরণের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দেবে	৯৬
স্ত্রীর অপূর্ণতা পূরণ করবে	৯৬
মায়ের আনুগত্য এবং স্ত্রীর সন্তুষ্টি দু'টোই রক্ষা করে চলবে	৯৭
সুন্দরভাবে স্ত্রীর ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখবে	৯৭

পঞ্চম অধ্যায়
মুসলিম হবে আদর্শ অভিভাবক

স্বীয় দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকবে	১০৪
সন্তানদের গড়ে তুলতে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করবে	১০৬
সন্তানকে স্নেহ ও ভালোবাসায় আস্থাশীল করে তুলবে	১০৭
সন্তানদের জন্য উদারচিত্তে খরচ করবে	১০৯
ছেলে ও মেয়ের মাঝে তারতম্য করবে না	১১১
সবসময় সতর্ক থাকবে	১১৩
সন্তানদের পরস্পরের মাঝে সমতা রক্ষা করবে	১১৫
সন্তানের মাঝে উন্নত চরিত্রের বীজ অঙ্কুরিত করবে	১১৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
মুসলিম হবে আদর্শ নিকটাত্মীয়

আত্মীয়তার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি	১১৮
ইসলামি দিকনির্দেশনার পূর্ণ অনুসরণ করবে	১২৫
তারা অমুসলিম হলেও সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখবে	১২৭
সম্পর্ক রক্ষার তাৎপর্য ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করবে	১২৯
তারা না চাইলেও এ সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে	১৩০

সপ্তম অধ্যায়
মুসলিম হবে আদর্শ প্রতিবেশী

প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহশীল হবে	১৩২
প্রতিবেশীর প্রতি দয়ার্দ্র হবে	১৩৪
প্রতিবেশীর জন্যও স্বীয় পছন্দের অগ্রাধিকার দেবে	১৩৫
ইসলামি অনুশাসনের শূন্যতাই মানবতার বিপর্যয়ের কারণ	১৩৬
সামর্থ্য অনুপাতে প্রতিবেশীর প্রতি ইহসান করবে	১৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
সব ধরনের প্রতিবেশীর সাথেই সদাচরণ করবে	১৩৯
নিকটের প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার দেবে	১৩৯
উত্তম প্রতিবেশীত্বের পরিচয় দেবে	১৪০
মন্দ প্রতিবেশী ও তার নিন্দনীয় অবস্থান	১৪১
মন্দ প্রতিবেশী প্রকৃত মুমিন নয়	১৪১
মন্দ প্রতিবেশীর নেক আমল কবুল হয় না	১৪২
মন্দ প্রতিবেশী তিন নিকৃষ্ট ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত	১৪৩
প্রতিবেশীত্বের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে	১৪৩
প্রতিবেশীর কল্যাণসাধনে কার্পণ্য করবে না	১৪৫
প্রতিবেশীর কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য ধরবে	১৪৬
মন্দের প্রতিদান মন্দ দিয়ে দেবে না	১৪৬
প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকবে	১৪৭

অষ্টম অধ্যায়
মুসলিম হবে আদর্শ বন্ধু

বন্ধুত্ব হবে আল্লাহর জন্য	১৪৮
আল্লাহর জন্য পারস্পরিক ভালোবাসার মর্যাদা	১৪৯
আল্লাহর জন্য ভালোবাসার অপরিহার্যতা	১৫২
ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সে কখনোই ছিন্ন করবে না	১৫৪
উদারতা ও ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করবে	১৫৭
হাসিমুখে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে	১৫৯
তাদের জন্য কল্যাণকামী হবে	১৬০
সদাচরণ ও বিশ্বস্ততাকে স্বীয় প্রবৃত্তি বানিয়ে নেবে	১৬৩
বন্ধুদের ব্যাপারে কোমলতা প্রদর্শন করবে	১৬৫
কারো গীবত করবে না	১৬৬
কষ্টদায়ক উপহাস থেকে বিরত থাকবে এবং কৃতওয়াদা পূরণ করবে	১৬৮
স্বীয় বন্ধু-বান্ধবকে নিজের উপর প্রাধান্য দেবে	১৬৮

নবম অধ্যায়
মুসলিম হবে আদর্শ সামাজিক জীব

মুসলিম হবে সত্যবাদী	১৭৯
মুসলিম প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বেঁচে থাকবে	১৭৯

মুসলিম প্রতিহিংসাপরায়ণ হবে না ১৮২
মুসলিম অন্যের প্রতি কল্যাণকামী হবে ১৮৪
মুসলিম স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে ১৮৬
মুসলিম হবে সচ্চরিত্রবান ১৮৯
লজ্জাশীলতার গুণে গুণান্বিত হবে ১৯৩
মানুষের সাথে কোমল আচরণ করবে ১৯৪
সহানুভূতিশীল ও দয়ালু হবে ১৯৮
ক্ষমাশীল হবে ২০১
উদার হৃদয়ের অধিকারী হবে ২০৭
সবসময় হাসিখুশি থাকবে ২০৮
রসিক ও কৌতুকপরায়ণ হবে ২০৯
সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের পরিচয় দেবে ২১৪
অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করবে না ২১৬
অযথা কাউকে ফাসেক বা কাফের বলবে না ২১৯
অন্যের দোষ গোপন করবে ২১৯
অর্থহীন বিষয়ে মাথা ঘামাবে না ২২২
গীবত ও চুগলখোরি থেকে দূরে থাকবে ২২৩
মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবে ২২৫
কুধারণা থেকে বেঁচে থাকবে ২২৬
অন্যের গোপনীয়তা রক্ষা করবে ২২৯
তৃতীয় ব্যক্তিকে রেখে পরস্পর কানাঘুষা করবে না ২৩১
অহংকার করবে না ২৩৩
বিনয় ও বিনম্রতা অর্জন করবে ২৩৪
কাউকে বিদ্রূপ করবে না ২৩৭
বড় ও মর্যাদাবানদের সম্মান করবে ২৩৮
সচ্চরিত্রদের সাথে মিশবে ২৪২
মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে এবং অকল্যাণ প্রতিরোধ করবে ২৪৫
মুসলিমদের মাঝে সমঝোতা স্থাপনের চেষ্টা করবে ২৫১
মানুষকে সত্যের দিকে ডাকবে ২৫৩
সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে ২৫৫
দাওয়াতের ক্ষেত্রে কৌশলী হবে ২৫৯
মুনাফিকী করবে না ২৬২

রিয়া ও লৌকিকতা থেকে দূরে থাকবে ২৬৬
সত্যের পথে অবিচল থাকবে ২৬৯
রোগীর সেবা করবে ২৭২
জানাযায় উপস্থিত হবে ২৭৭
ভালো কাজের কৃতজ্ঞতা জানাবে, বিনিময় দান করবে ২৮২
মানুষের সাথে ধৈর্যের সাথে মিশবে ২৮৩
মানুষের মনে আনন্দ বিলাবে ২৮৫
মানুষকে কল্যাণের পথ দেখাবে ২৮৬
মানুষের ব্যাপারে সহজ হবে, কঠিন নয় ২৮৭
বিচারের সময় সুবিচার করবে ২৮৮
কারো ওপর যুলুম করবে না ২৯০
মহৎ বিষয়াবলি পছন্দ করবে ২৯২
কথার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করবে না ২৯২
কারো বিপদে আনন্দ হবে না ২৯৩
উদারতা ও দয়ার অধিকারী হবে ২৯৩
দাতার হাত গ্রহিতার হাত থেকে উত্তম ৩০৬
দান করে খোঁটা দেবে না ৩০৯
অতিথিপরায়ণ হবে ৩১০
নিজের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেবে ৩১৪
ঋণের বোঝা হালকা করতে সাহায্য করবে ৩১৫
আত্মমর্যাদা বজায় রাখবে, ভিক্ষা করবে না ৩১৭
বন্ধুসুলভ ও একান্ত হতে চেষ্টা করবে ৩১৮
ইসলামের দাবি অনুযায়ী নিজের অভ্যাস গড়বে ৩২০
খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামি শিষ্টাচার মেনে চলবে ৩২৫
সালামের প্রসার ঘটাবে ৩৩২
বিনা অনুমতিতে অপরের ঘরে প্রবেশ করবে না ৩৩৬
মজলিসে যেখানে জায়গা পাবে সেখানে বসবে ৩৪০
মজলিসে হাই তোলা থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকবে ৩৪২
হাঁচির সময় ইসলামি শিষ্টাচার অনুসরণ করবে ৩৪২
অন্যের গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টি দেবে না ৩৪৪
মহিলাদের সাথে সাদৃশ্য রাখবে না ৩৪৪
পরিশিষ্ট ৩৪৬

লে খ কে র ক থা

মুসলিম ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয়ে আমার আগ্রহ অনেক দিনের। ইসলামি দিকনির্দেশনার আলোকে একজন মুসলিমের ব্যক্তিত্ব কী রকম হওয়া উচিত, সে বিষয়ে প্রায় দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি গবেষণা চালিয়ে আসছি। বিশেষ করে যখন চোখে পড়ে যে, অনেক মুসলিমই জীবনের একটি দিককে গুরুত্ব দেয় তো অন্য দিকটাকে গুরুত্বহীন ফেলে রাখে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারেই মনোযোগ দেয় না। আপনি দেখতে পাবেন, কোনো একজন হয়তো পাক্কা মুসল্লি, সর্বদা প্রথম কাতারে নামায আদায়ে যত্নবান, অথচ পরিধেয় বস্ত্র বা শারীরিক পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে চূড়ান্ত উদাসীন। তাঁর মুখ বা কাপড়-চোপড় থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, অথচ তিনি তা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাচ্ছেন না। আবার কেউ হয়তো অত্যন্ত খোদাভীরু আর আল্লাহওয়ালা, কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক সঠিকভাবে রক্ষা করেন না। কেউ ইবাদত-বন্দেগি আর জ্ঞানচর্চায় সদা ব্যস্ত, অথচ সন্তানদের দেখাশোনার জন্য তার সময় নেই। তারা কী করছে, কী পড়ছে, কার সাথে মিশছে– তিনি সে খবর রাখেন না। কেউ হয়তো সন্তানদের যত্ন ঠিকমতোই নেন, কিন্তু বাবা-মাকে ভুলে গেছেন এবং তাদের সাথে সদাচারণ করেন না। আবার কেউ বাবা-মার হক আদায়ে যত্নবান, কিন্তু স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করেন, তাকে কষ্ট দেন। কেউ হয়তো বাবা-মা স্ত্রী-সন্তান সবার ক্ষেত্রে ঠিক, কিন্তু প্রতিবেশীদের সাথে মন্দ আচরণ করেন। কাউকে পাওয়া যায়, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়গুলোতে কড়াক্কড়। বুঝেশুনে, ভালো-মন্দ বিবেচনা করে অগ্রসর হন। অথচ সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা কিংবা জনহিতকর কাজে একেবারে উদাসীন। অথবা সৎ ধার্মিক মানুষই, কিন্তু সালাম-কালাম, পানাহার, ওঠাবসা, কথাবার্তা ইত্যাদি সর্ববিষয়ে ইসলামি শিষ্টাচার অনুসরণ নিয়ে মাথা ঘামান না।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বানকারী অনেক দাঈ, যারা ইসলামি জীবনবিধানকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত, তাদের অনেকের মাঝেও এ ধরনের কমতি দেখা যায়। সচরাচর দাওয়াতি কাজে জড়িত থাকার কারণে ইসলামি সচেতনতা ও এর মূল্যবোধের তাৎপর্য অন্য যে কারো চেয়ে তারা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। এতৎসত্ত্বেও অত্যধিক ব্যস্ততা বা অসচেতনতা কিংবা সূক্ষ্মানুভূতির অভাব অনেক ইসলামি ব্যক্তিত্বকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এ ধরনের ভুলত্রুটিতে ফেলে দেয়।

ইসলামি জীবনাচরণের আলোকে কাঙ্ক্ষিত মুসলিম ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয়ে আমার আগ্রহ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, কুরআন ও হাদীস থেকে সেসব দিকনির্দেশনাগুলো খুঁজে খুঁজে একত্র করতে, যেগুলো মানুষ এবং মানবচরিত্র গঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট। আমি সেগুলোকে মুসলিমদের সামনে পেশ করতে চেয়েছি। বিশেষ করে যারা সচেতন এবং মানুষের মাঝে কাজ করেন। আমি এগুলোর উপর ভিত্তি করে মুসলিম ব্যক্তিত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো অঙ্কন করার চেষ্টা করেছি। একজন মুসলিমকে বাড়তি কী কী বৈশিষ্ট্য স্বভাব ও গুণাবলি অর্জন করতে হবে, সেগুলোর উপর জোর দিয়েছি। যাতে করে আমার এ গবেষণা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভুলত্রুটিতে ডুবে থাকা মুসলিমদের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে প্রতীয়মান হতে পারে। তারা যেন নিজেদেরকে সেই সমুজ্জ্বল পর্যায়ে উঠিয়ে আনতে পারে, যেটা তাদের সত্য ধর্ম তাদের কাছে কামনা করে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই, যখন উপলব্ধি করি যে, ইসলাম মুসলিমদের কাছে যা চায়, আর মুসলিমরা নিজেদের জন্য যা চায়– এতদুভয়ের মাঝে কী বিশাল দূরত্ব, কত দুস্তর পারাবার। তবে গুটিকয়েক লোকের কথা আলাদা। যারা বিশ্বাসে পরিশুদ্ধ, দীনদারিতে অটল, হৃদয়ে পবিত্র, অন্তঃকরণে সমুন্নত এবং সিদ্ধান্তে সুদৃঢ়। নিজেদের দীনের জন্য তারা নিবেদিতপ্রাণ ও আত্মোৎসর্গীত। এর দিকনির্দেশনার স্বচ্ছ ঝরনায় অবগাহন করে তারা দিনকে দিন হয়ে ওঠেন আরো সমুজ্জ্বল, আরো খাঁটি।

মানবচরিত্র গঠন সংশ্লিষ্ট আল্লাহর ও তার রাসূলের বাণীগুলো কারো যদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়, তাহলে এর ব্যাপকতা ও আধিক্য দেখে সে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যাবে।

মানবজীবনের এমন কোনো ছোটবড় দিক নেই, যে ব্যাপারে সেখানে আলোচনা হয়নি। হোক তার তার স্রষ্টা সম্পর্কিত, তার নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট কিংবা তার আশেপাশের মানুষের সাথে সম্পর্কিত। এ সামগ্রিক দিকনির্দেশনার উদ্দেশ্যই হলো– জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুসলিমকে মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে তাকে অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।
এ থেকে বোঝা যাচ্ছে– কুরআন ও হাদীসের সুষম দিকনির্দেশনার আলোকে একজন মুসলিম হবে সমুন্নত চরিত্রের অধিকারী, অনুপম সামাজিক ব্যক্তিত্ব। তার সামগ্রিক পঠনপ্রক্রিয়ায় এমন কতক মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সমারোহ ঘটবে, যেগুলো কুরআন ও হাদীসের বাণীসমূহ থেকে সরাসরি সংগৃহীত। এসব বৈশিষ্ট্যে ভূষিত হওয়া তার ধর্মীয় দায়িত্ব। এর দ্বারা সে স্বীয় প্রভুর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি ও পুণ্য অর্জন করবে।

আমি কুরআন ও হাদীসের যে সমস্ত উদ্ধৃতি একত্র করেছি, সেগুলোকেই বিষয়বস্তু হিসেবে সাজানোর পর পুরো ব্যাপারটি আমার কাছে আরো স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি নিম্নলিখিত প্রকার অনুযায়ী বিষয়গুলো এনেছি–

- মুসলিম ও তার স্রষ্টা।
- মুসলিম ও তার ব্যক্তিত্ব।
- মুসলিম ও তার পিতামাতা।
- মুসলিম ও তার স্ত্রী।
- মুসলিম ও তার আত্মীয়স্বজন।
- মুসলিম ও তার পাড়া-প্রতিবেশী।
- মুসলিম ও তার বন্ধু-বান্ধব।
- মুসলিম ও তার সমাজ।

কুরআন ও হাদীসের এ বিপুলসংখ্যক তথ্য নিয়ে কাজ করতে করতে এবং এগুলোর অন্তর্নিহিত সমুন্নত তাৎপর্য অনুধাবন করে আমি বুঝতে পেরেছি যে, বান্দার জন্য আল্লাহর করুণা কত বিশাল। তিনি তাদেরকে ভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে বের করে এনেছেন। হেদায়াত দিয়েছেন। নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে সুষম জীবনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। যাতে মানবজাতি সর্বদা সঠিক পথের সমুজ্জ্বল আলোয় স্থায়ী থাকতে পারে। অন্ধকার যেন তাদের পেয়ে না বসে। মূর্খতার চোরাবালিতে যেন তারা পথ না হারায়। আর সত্যপথের সোনালি তোরণ যেন তাদের থেকে কখনো অদৃশ্য হয়ে না যায়।

মানুষের জন্য কত বেশিই না প্রয়োজন ছিল হেদায়াতের এ আলোকরশ্মির! এ সুষম শিক্ষা আর পথনির্দেশের! স্বীয় মানবিকতার চর্চার পাশাপাশি আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিটি নিঃশ্বাসেই তো সে এর মুখাপেক্ষী। যদি এ স্বর্গীয় দিকনির্দেশনা না থাকত, তাহলে তো মানবজাতি নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, অন্ধত্ব, জুলুম-নিপিড়ন, পাশবিকতা, হিংসা-ঘৃণা আর হিংস্রতার পাঁকে গড়াগড়ি খেয়ে সেই কবেই বিলীন হয়ে যেত।

বাচ্চাদের স্বভাবের দিকে লক্ষ করলেই আমরা বিষয়টির সত্যতা খুঁজে পাব। একটা বাচ্চা যখন তার পিতামাতার বা অভিভাবকদের সামনে থাকে, তখন নিজের শিষ্টতা ও ভদ্রতা প্রমাণে সে তার সবটুকু চেষ্টাই ব্যয় করে। সর্বোতভাবে সে দেখাতে চায় যে, তার ভাইয়ের চেয়ে সে শ্রেষ্ঠ। তার যেসব গুণ আছে, এগুলো কোনোটাই তার ভাইয়ের নেই। বাবা-মার সামনে ভাইয়ের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করাই শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

মানুষের স্বভাবের মাঝে প্রকৃতিগতভাবেই এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মূলত দুনিয়ায় মানুষের সঠিকভাবে টিকে থাকার ব্যাপারটাও এর ওপর নির্ভর করে– যদি তা সুষম ও মধ্যপন্থি পর্যায়ে থাকে, তখন এ বৈশিষ্ট্য মানুষকে স্বীয় ভালো দিকগুলো প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করে; এ প্রত্যাশায় যে, এ ভালোর কৃতিত্বটুকু তাকেই দেওয়া হবে। সে তখন অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করে তৃপ্তি ও সন্তুষ্টির অনুভূতি, যা তাকে কল্যাণের পথে আরও খানিকটা অগ্রসর করে দেয়। কিন্তু এ উপকারী বৈশিষ্ট্যই যদি কাউকে বক্রভাবে পেয়ে বসে, নিজ নামের প্রচার আর সস্তা হাততালির নেশায় ডুবিয়ে দেয়, তবে তা আর উপকারী বৈশিষ্ট্য থাকবে না; পরিণত হবে বিপজ্জনক ও ঘৃণিত এক রোগে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে করে তুলবে উদ্ধত ও দাম্ভিক। আত্ম-অহমিকায় অস্থির হয়ে সে তখন তার সাথিদেরকে তাচ্ছিল্য করবে। এ ধরনের ব্যক্তির কোনো সুযোগই নেই মর্যাদা বা সম্মানের দাবি তোলার। এগুলোতে তার কোনো হক নেই। সে এগুলো থেকে বহু দূরে। এ পর্যায়ে এসেই আমরা দেখতে পাই যে, ধর্মীয় চরিত্র ও দীনি শিক্ষার মূল্য কী? এ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, আত্মগরিমা মুছে ফেলার জন্য, বিনয় নম্রতা ও জ্ঞানের পথে পুনরায় পা বাড়ানোর জন্য ধর্মীয় দিকনির্দেশনার চেয়ে কার্যকর কিছুই তখন আর আমাদের চোখে পড়ে না।

ইসলাম জীবনপথের সকল সম্মান ও মর্যাদার এক প্রবহমান প্রস্রবণ, যাতে আছে চরিত্র গঠনের সকল মৌলিক উপাদান, আত্মোন্নতির সুদৃঢ় মূলনীতি, উচ্চমার্গের তত্ত্বকথা, সমুন্নত আচার-অভ্যাস এবং সুষম আচরণবিধি। শতাব্দীর পর শতাব্দী এ আসমানি প্রস্রবণের তলে মানবতা পাচ্ছে জীবনের আলোকজ্জ্বল দিকনির্দেশনা।

মানুষের জীবনাচরণের দিকে দৃষ্টি দিলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, তারা সবসময় উন্নতি, ঐক্য ও অনুসরণের তুলনায় অবনতি, বিচ্ছিন্নতা আর অমান্য করার কাছাকাছি থাকে। কারণ, উপরে ওঠার চেয়ে নিচে নামাটা সহজ। আর ঐক্যের চেয়ে বিচ্ছিন্নতার মজাও বেশি।

সুতরাং এ পরিস্থিতি প্রতিরোধে এমন একটি পদ্ধতি অবশ্যই দরকার, যা তাদের নিয়ন্ত্রণ করবে, যখনই তারা গাফলতিতে পড়ে কিংবা সৎ পথ থেকে পিছলে যায়। সুতরাং সুস্থ চিন্তাশক্তির অধিকারী ও দক্ষ কলমসৈনিকদের এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের দায়িত্ব হলো– তারা দ্বীনের সুউচ্চ মর্যাদাকে কলমের কালির মাধ্যমে সমুন্নত করবেন। মানুষের জন্য সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় ভাষায় সেগুলো ফুটিয়ে তুলবেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে বৈশিষ্ট্যবলি পছন্দ করেছেন, সেগুলোর আলোকিত চিত্র অঙ্কন করবেন, যাতে রবের গোলামরা স্বীয়

জিন্দেগিতে তার বিমূর্ত প্রকাশ ঘটিয়ে জীবনকে করে তুলতে পারে মধুর ও উপভোগ্য।

আল্লাহ তায়ালা সপ্তাকাশের উপর থেকে এ দীনকে এজন্য নাযিল করেননি যে, এটি কেবল একটি পর্যালোচনাযোগ্য তত্ত্ব হয়েই থাকবে। কিংবা পবিত্র কথা– মানুষ বরকতের আশায় অর্থ ও তাৎপর্য না বুঝেই কেবল তেলাওয়াত করে যাবে; বরং তিনি একে নাযিল করেছেন মানবের ব্যক্তিসত্তা গঠন করার জন্য। পারিবারিক জীবনকে সুশৃঙ্খল করার জন্য। আর সামাজিক জীবনকে সোজা পথে পরিচালিত করার জন্য। তিনি একে এমন এক আলো হিসেবে নাযিল করেছেন, যা মানবতার জন্য বাতিঘর হিসেবে কাজ করবে। তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে যাবে মুক্তির দিকে।

ইরশাদ হচ্ছে–

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ ○ يَهْدِيْ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَه سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِه وَيَهْدِيْهِمْ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ﴾

অর্থ– 'হে আহলে কিতাব! আমার রাসূল তোমাদের কাছে এসেছেন, আল্লাহর কিতাবের এসব বহু কথা তোমরা গোপন করতে, যা তিনি তোমাদের সামনে প্রকাশ করছেন। অবশ্য অনেক কথা তিনি বাদও দেন। তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে এক আলো এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসে গেছে। আল্লাহ এ কিতাবের মাধ্যমে ঐসব লোককে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টি সন্ধান করে এবং তাঁর নিজের মর্জিতে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন। আর তাদেরকে তিনি সরল-সঠিক পথে পরিচালনা করেন।' –সূরা মায়িদা : ১৫-১৬

হেদায়াতের এ সুশীতল ছায়ায়, বেঁচে থাকা হয়ে ওঠবে প্রাণবন্ত ও আনন্দদায়ক। জীবন হবে সুন্দর ও অর্থবহ। সেই সুখীসমৃদ্ধ জীবনের পথে প্রথম পদক্ষেপই হলো এমন মুসলিম ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ ঘটানো, ইসলামি শিক্ষা যার আপাদমস্তক ছেয়ে আছে। যার দিকে তাকিয়ে মানুষ ইসলামকেই দেখবে। যার সাথে মেলামেশা করে তাদের ঈমান মজবুত হবে। দীনের জন্য ভালোবাসা আরও বেড়ে যাবে।

দাওয়াতি জিন্দেগির প্রারম্ভিক সময়গুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজটাই করেছিলেন। ইসলামি জীবনব্যবস্থা বিনির্মাণের সুদীর্ঘ বন্ধুর পথে পা রেখে সর্বপ্রথম তিনি কিছু মানুষ তৈরি করেছেন, যারা নিজেরাই ইসলাম হয়ে গিয়েছিলেন। মূর্তিমান কুরআন হয়ে তাঁরা জমিনে হেঁটে বেড়াতেন। যখন তাঁরা দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে পড়লেন, তাদের দিকে তাকিয়ে মানুষ দেখল– অনন্য সব ব্যক্তিসত্তা, এক সুমহান জীবনবিধান অবলম্বন করে যারা পথ চলছেন। ইসলামের এ জীবন্ত রূপ দেখেই তখন মানুষ দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছিল।

আজকের মনুষ্যজাতি, বিশেষ করে মুসলিমদের খুব বেশি প্রয়োজন মানবতার জন্য একটি অনন্য চারিত্রিক আদর্শের প্রতিক তৈরি করা। কারণ, এ ছাড়া বেঁচে থাকা আনন্দহীন, অসহনীয়। এটি ব্যতীত সুশীল মানবীয় মূল্যবোধ গড়ে ওঠবে না। ইসলামও তার প্রকৃত তাৎপর্য নিয়ে প্রতিভাত হতে পারবে না।

কী সেই অনন্য মানবসত্তা? কীভাবে সেই সৌন্দর্যময় ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে হবে– অনাগত পৃষ্ঠাগুলোতে পাঠক খুঁজে পাবেন তার জবাব। আল্লাহ তায়ালা আমার এ কাজ একনিষ্ঠভাবে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য বেছে নিন। এ দ্বারা আমাকে উপকৃত করুন। সেই ভয়াবহ দিনের জন্য একে আমার পাথেয় বানিয়ে দিন, যেদিন ধনসম্পদ সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না। একমাত্র সে-ই সেদিন বেঁচে যাবে, যে প্রশান্ত ও বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে স্বীয় প্রতিপালকের মুখোমুখি হবে।

ড. মুহাম্মদ আলী আল-হাশেমী